100

বৌদ্ধকোষ

Encyclopaedia of Buddhism

চতুর্থ খণ্ড

পালি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০৩-২০০৪

চক্করতন (চক্ক + রতন)

'চক্ক' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ এবং বৈদিক 'চক্র' থেকে আগত। গোলাকার এবং অবিরাম ঘূর্ণায়মান একটি বস্তু। এক অর্থে চক্র (গাড়ীর) এবং কথিত ভাষায় চাকা। প্রয়োগার্থে : গাড়ীর একটি বিশেষ অংশ হলো চক্র। 'চক্করতন' শব্দের অর্থ হলো 'চক্রের সম্পদ'।

চক্কবত্তির সপ্তরত্নের মধ্যে একটি হলো চক্করতন। এই পৃথিবীতে যখন চক্কবত্তির জন্ম হয় তখন চক্কদহ থেকে বায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এই চক্করতনের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ চক্কবত্তির চক্করতনের আবাসে। চক্কবত্তির কার্যালয়ের প্রধান স্মারক/চিহ্ন হলো এই চক্করতন; আবির্ভাবের আগে সে জল দিয়ে এটিকে সিদ্ধ করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের জয়লাভের জন্য ভ্রমণের আহ্বান জানায়। চক্করতন তার চর্তুসৈন্যের সঙ্গে বায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়ে দাঁড়ায়, সকলদিকের প্রধানেরা তাঁকে অভিবাদন জানায়। এইভাবে চর্তুদিকে ভ্রমণ করে, এটি চক্কবত্তির রাজধানীতে এসে উপস্থিত হয় এবং সম্পদের/অলঙ্কারের মতো একই জায়গায় অবস্থান করে অভ্যন্তরীণ কক্ষের সামনে উন্মুক্ত ছাদে দীঘনিকায়ের অট্ঠকথায় এই চক্করতনের একটি বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় যেমন এটি একটি চাকার মতো, এর মধ্যিখানে একখানি নীলার অবস্থান ঠিক যেন একটি চন্দ্র বৃত্ত এবং রৌপ্য মুদ্রার মতো গোল। এর ঠিক মধ্যবর্তী জায়গা থেকে এক হাজারটির প্রতিটি আলাদা রকম সুসজ্জিত পাত চাকাটিতে পরিবৃত্ত হয়ে আছে এবং এদের বহিঃঅঙ্গটি একটি আবরণে আবৃত থাকে। বলা হয় সেটি উজ্জ্বল প্রবাল দ্বারা নির্মিত; প্রতি দশটি পাতের মাঝে একটি করে প্রবাল থাকে যেখানে হাওয়ার সংস্পর্শে মিষ্টি সুমধুর সঙ্গীত বাতাসে ভেসে বেড়ায়।.....

যখন চক্কবত্তির মৃত্যু হয় অথবা পৃথিবীর বাসভূমি ছেড়ে চলে যায়, তখন সাতদিনের জন্যে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে চক্করতন অদৃশ্য হয়ে যায়, কখনো কখনো আবার এটি চক্কবত্তির মৃত্যুর পূর্বের সর্তকবার্তাও ঘোষণা করে। যখন এর পরবর্তী উত্তরাধিকার সঠিক পথ অবলম্বন করে কেবলমাত্র তখনই সাতদিন পরে আবার এর আবির্ভাব ঘটে।

এটাই হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান এবং সম্মানীয় ঘটনা।

দ্রষ্টব্য :

1. Jātaka, ed. V. Fausbol, 6 vols, London, 1877-97. Tr. E.B. Cowell, 6 Vols, Cambridge, 1895-197. Vol IV (Fausboll) P. 232.
2. Dīgha Nikāya, ed. T.W. Rhys Davids and J.E. Carpenter, 3 Vols., London, 1889-1910. Tr. T.W. Rhys Davids amd Mrs. Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, Sacred Book of the Buddhists, London, 1899-1921 Vol II (P.T.S.) P. 173f, Vol. III P. 59f, 64.
3. Majjhima Nikāya, I-VI, ed. V.Tranckner, R. Chalmers, Mrs. Rhys Davids, London, 1888-1925. Vol. III P. 173ff.
4. Sumangala Vilāsini 1-111, ed. T.W. Rhys Davids, J.E. Carpenter, W. Stede, Pali Text Society, London, 1886-1932 Vol. II. P. 617ff.
5. Papañca Sudānī, Āluvihāri Series, Colombo, Vol. II, P. 942ff, 885.
6. Udāna Commentary (P.T.S.) P. 356.